Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

# সকল নির্যাতন ও শোষণ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখি




Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

# শিশু, যুব ও কমিউনিটির সাথে শিশুর মৌলিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অনলাইন/অফলাইন যৌন শোষণ প্রতিরোধে সচেতনতামুলক অধিবেশন পরিচালনা করার সহায়িকা/গাইড লাইন

## ভূমিকা:

শিশু ও যুব গোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষা, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সহযোগী পরিবেশ তৈরিতে জরুরি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুর জন্যে একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়নমূলক পরিবেশ তৈরির জন্য স্পিক আপ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু ও যুবদের ডিজিটাল ও বাস্তব জীবনের নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষা, জবাবদিহি এবং নীতিগত আলোচনার জন্য নিয়মিত সভা/ সচেতনতামুলক অধিবেশন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে এই সহায়িকা/গাইডলাইনটিসহায়ক হবে। যার আলোকেনিয়মিত সভা/ সচেতনতামুলক অধিবেশন মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাবে। পাশাপাশি এই গাইডলাইন বা সহায়িকাটি শিশু ও যুবদের ডিজিটাল নিরাপত্তা, রিপোর্টিং ও সহায়তা ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ এবং অধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অনলাইন অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে।

## সহায়িকাটির উদ্দেশ্য:

- নির্বাচিত সিএসও এবং চেঞ্জ এজেন্ট সদস্যরা নিয়মিত সভা/ সচেতনতামুলক অধিবেশন মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু অধিকার, মানবাধিকার সুরক্ষা, ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের মুক্ত মতপ্রকাশের স্বাধীন ও সহযোগী পরিবেশ তৈরিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- শিশুর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা।
- শিশুর প্রতি যে কোন ধরণের (অনলাইন ও অফলাইন) নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।
- যে কোন ধরণের নির্যাতনের ভুক্তভোগী শিশু সনাক্তকরণ, তাৎক্ষনিক সাড়াপ্রদান এবং রেফারেল ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

- বহুবিধ বৈষম্যের ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা, মতামত গ্রহণ করা, অভিযোগের পরর্বতী পদক্ষেপ নেওয়া এবং অংশগ্রহণে সহায়ক ও প্রতিবন্ধিকতাগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:**

নিয়মিত সভা/ সচেতনতামুলক অধিবেশনগুলোতে কমিউনিটির শিশু ও যুব, অভিভাবক, মা-বাবা সহ শিশু সুরক্ষার সাথে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীগণ, যাদের সংখ্যা ২০-৩০ জনের মধ্যে হতে পারে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে।

**অধিবেশন/সভা পরিচালনাকারী সংস্থার কর্মী, সিএসও, শিশু ও যুব সদস্যদের দায়িত্ব:**

- অধিবেশন/সভা পরিচালনার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ;
- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানানো, পরিচয় ও কুশল বিনিময়;
- অধিবেশন/সভার উদ্দেশ্য এবং অংশগ্রহণকারীদের কাঙ্খিত ভূমিকা সর্ম্পকে ধারণা প্রদান;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অধিবেশন/সভাটি পরিচালনা;
- সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন;
- ধৈর্য ও আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেয়া এবং উত্তর, অভিজ্ঞতা শোনা;
- আত্মবিশ্বাসের সাথে অধিবেশন পরিচালনা;
- অধিবেশনের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- অধিবেশন শেষে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসা এবং প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই;
- প্রয়োজন সাপেক্ষে উপকরণ ব্যবহার;
- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করা;
- ডু - নো - হার্ম নীতি অনুসরণ।

**আলোচ্য বিষয়সমূহ**

**শিশু অধিকার বিষয়ক আইনী কাঠামো:**

**শিশু অধিকার সনদ (UNCRC)**

শিশুরে প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ একটি সনদ অনুমোদন করেছে। এ সনরে নাম 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ'। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' (United Nation Convention of Child Rights- UNCRC) গৃহীত হয়। এখন পর্যন্ত মোট ১৯৬টি সে এ সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে।

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

বাংলাদেশ ২৬ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে স্বাক্ষর এবং ৩ আগষ্ট ১৯৯০ সালে অনুস্বাক্ষর করে।

শিশু অধিকার সনদে অনুচ্ছেদ ৫৪ টি। এই ৫৪টি অনুচ্ছেদে মধ্যে ১-৪২ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে শিশু কারা, শিশুর কী কী অধিকার আছে সেগুলো বলা হয়েছে এবং ৪৩-৫৪ পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে সরকার, এনজিও এবং অন্যান্যরা শিশুদের অধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য কে কী কাজ করবে সে তা লেখা আছে।

**অধিকারভোগী (Rights Holder):**

শিশু অধিকার সনদ যেহেতু শিশুর জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, তাই শিশুরা হল অধিকারভোগী। তারা শিশু অধিকার সনদে উল্লেখিত সকল অধিকার ভোগ করার অধিকারী।

**দায়িত্ববাহক (Duty Bearer):**

শিশুদের থেকে যারা বড় পুরুষ এবং নারী তারা সকলেই হচ্ছে দায়িত্ববাহক। যেমন:

- পরিবার: বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি।
- সমাজ: পাড়া-প্রতিবেশী, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, ইত্যাদি।
- রাষ্ট্র: সকল সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ, চেয়ারম্যান, ইউ পি মেম্বার, গ্রাম সরকার, ইত্যাদি।

শিশু অধিকার সনদের মূলনীতি-০৪ টি

- অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ-১২)
- শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা (অনুচ্ছেদ-৩)
- বেঁচে থাকা ও বিকাশ (অনুচ্ছেদ-৬)
- বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ-২)

**বৈষম্যহীনতা:** এই নীতিতে সারা পৃথিবীর সকল শিশুকে সমানভাবে দেখা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, ছেলে- মেয়ে, ধর্ম, বর্ণ, প্রতিবন্ধী শিশু, গ্রামের শিশু-শহরের শিশু, পথশিশু সকল শিশুকে শুধুমাত্র শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

**শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা:** শিশু সর্ম্পকিত যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে গুরুত্ব দিতে হবে শিশুর স্বার্থকে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে তার মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুর জন্য সবচেয়ে উত্তম/ভালো যা, তাই করতে হবে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

**বেঁচে থাকা ও বিকাশ:** প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শিশুরা যাতে তাদের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে সে জন্য তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

**অংশগ্রহণ:** যেসব সিদ্ধান্তে শিশুদের স্বার্থ রয়েছে বয়স ও পরিপক্কতা সাপেক্ষে সেইসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশুদের জীবনে যেসব ঘটনা প্রভাব ফেলে ঐ সব বিষয়ে তাদের মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সকল শিশুকে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

## শিশু আইন, ২০১৩

শিশু আইন, ২০১৩ শিশুদের অধিকার, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইন শিশুদের প্রতি নির্যাতন, সহিংসতা, শোষণ, অবহেলা ও বৈষম্য প্রতিরোধে আইনি সুরক্ষা প্রদান করে। একই সঙ্গে অপরাধে জড়িত বা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব বিচার, যত্ন, পূনর্বাসন ও প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে। সর্বোপরি, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ, মর্যাদা এবং নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করতে শিশু আইন, ২০১৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশু আইন ২০১৩-এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো-

১. ১৮ বছর পর্যন্ত সবাই শিশু:

- আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২. আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু:

আইনটি দুটো বিষয়কে আলাদাভাবে বিবেচনা করে-

- আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু: কোনো অপরাধে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত শিশু।
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু: কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী শিশু।

৩. শিশু-আদালত প্রতিষ্ঠা

শিশুদের মামলার জন্য বিশেষ শিশু-আদালত ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো শিশুর বয়স, মানসিক অবস্থা ও সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুবান্ধব বিচার নিশ্চিত করা।

৪. শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা ও ডেস্ক

থানায় শিশুদের বিষয় দেখার জন্য শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা/ডেস্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে শিশুর সঙ্গে সাধারণ অভিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কের মতো আচরণ না করে বিশেষভাবে সহায়তা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

৫. প্রবেশন কর্মকর্তার ভূমিকা

প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুকে থানায় সহায়তা করা, অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ, জামিনের সম্ভাবনা যাচাই, বিকল্পপন্থা (Diversion) বিবেচনা, সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরি এবং আদালতে শিশুর আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করেন।

৬. Diversion বা বিকল্পপন্থা

সব ক্ষেত্রে শিশুকে আনুষ্ঠানিক বিচারপ্রক্রিয়ায় না নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শিশুকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মধ্যে না টেনে সংশোধন ও পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া।

৭. শিশুকে কারাগারে না রেখে উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব

আইনের দর্শনে শিশুকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে সংশোধন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে কাউন্সেলিং, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

৮. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

সরকার বিচারাধীন/আটক শিশুদের আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিধান করেছে।

৯. শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা

শিশু-আদালত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শিশুর বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক ও আর্থিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিবেশ, অপরাধের পরিস্থিতি এবং শিশুর নিজের মতামত বিবেচনা করবে।

১০. শিশুর মতামতের গুরুত্ব

আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুর নিজস্ব অভিমত বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে।

১১. আইনগত সহায়তার সুযোগ

প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্বের মধ্যে শিশুর জন্য আইনগত সহায়তা এবং প্রয়োজন হলে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১২. সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন

শিশুর পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বুঝতে Social Inquiry Report প্রস্তুতের ব্যবস্থা রয়েছে। আদালত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই প্রতিবেদন বিবেচনা করতে পারে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## ১৩. Child Welfare Board

জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব বোর্ড শিশুদের কল্যাণ, সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ে ভূমিকা রাখে।

## ১৪. Safe Home বা নিরাপদ স্থান

প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য Safe Home/নিরাপদ স্থান ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে।

## ১৫. বিকল্প পরিচর্যা (Alternative Care)

পরিবারের যত্ন থেকে বঞ্চিত শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারে পুনঃএকীকরণ বা প্রয়োজন অনুযায়ী বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা করার সুযোগ রয়েছে।

## জাতীয় শিশু নীতি

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ (National Child Policy 2011) হলো বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার রক্ষা, সুরক্ষা এবং তাদের সার্বিক জীবন বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত একটি অন্যতম প্রধান সরকারি নীতিমালা।

### নীতিমালার মূল দিকসমূহ

- **শিশুর সংজ্ঞা:** এই নীতিমালা অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়. এছাড়া ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের 'কিশোর' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- **প্রধান উদ্দেশ্য:** বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের (UNCRC) আলোকে প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
- **ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নিষিদ্ধ:** শিশুদের জবরদস্তিমূলক, ভারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা এই নীতিমালার অধীনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- **বৈষম্যহীনতা:** জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য, এর মধ্যে কন্যা শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুরক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।
- **পথশিশুদের পুনর্বাসন:** সুবিধাবঞ্চিত এবং পথশিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা রয়েছে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

# মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

## ১. মানব পাচার বলতে কী বোঝায়?

অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ, প্রতারণা বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে সংগ্রহ, স্থানান্তর বা আটকে রেখে শোষণ করাকে মানব পাচার বলে। এটি আধুনিক যুগের এক ধরণের দাস ব্যবসা এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন। দেশের ভেতরে বা আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে এই অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন হলো এমন একটি আইনি ব্যবস্থা যা মানুষ বিক্রি, জোরপূর্বক শ্রম বা অঙ্গহানির উদ্দেশ্যে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া রোধ করতে তৈরি।

## ২. মানব পাচারের মূল উপাদান

- **কার্য (Action):** মানুষ সংগ্রহ, পরিবহন, স্থানান্তর বা আশ্রয় দান।
- **পদ্ধতি (Means):** বল প্রয়োগ, প্রতারণা, অপহরন বা ভয়ভীতি দেখানো।
- **উদ্দেশ্য (Purpose):** জোরপূর্বক শ্রম, যৌন শোষণ, অঙ্গহানি বা দাসত্বে বাধ্য করা।

## ৩. মানব পাচারের রূপসমূহ

- **যৌন শোষণ:** জোর করে অনৈতিক কাজে বা বাণিজ্যিক যৌন কার্যক্রমে বাধ্য করা।
- **জোরপূর্বক শ্রম:** বিনা পারিশ্রমিকে বা নামমাত্র মজুরিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক কাজে আটকে রাখা।
- **অঙ্গহানি:** শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মানুষ পাচার।
- **অন্যান্য শোষণ:** জোর করে ভিক্ষাবৃত্তি বা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা।

বাংলাদেশে ২০১২ সালে মূলত: মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন পাস হয়, যা পাচারকারীদের কঠোর শাস্তি ও ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার বিধান দেয়।

### আইনের মূল লক্ষ্য

- **অপরাধ দমন:** মানব পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।
- **সহায়তা প্রদান:** পাচারের শিকার হওয়া মানুষদের উদ্ধার ও নিরাপদ সহায়তা দেওয়া।
- **পুনর্বাসন:** ভুক্তভোগীদের জন্য চিকিৎসা এবং সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- **কারাদণ্ড:** অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী এই আইনে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের নিয়ম আছে।
- **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল:** দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে এই আইনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

# বাংলাদেশের মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬ (সংশোধিত)

২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল প্রনীত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০২৬ আগের ২০১২ সালের আইনটিকে বাতিল ও সময়োপযোগী করে প্রনয়ণ করা হয়। এই নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হলো দেশের মানব পাচার এবং অবৈধ অভিবাসী চোরাচালান কঠোরভাবে রোধ, অপরাধীদের শাস্তিপ্রদান এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, যা একটি আপডেটেড ও যুগোপযোগী আইন। এই আইনে মানব পাচার ও চোরাচালানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়েছে এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

**আইনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:**

- মানব পাচার এবং আন্ত:দেশীয় অভিবাসী চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ করা।
- অপরাধীদের জন্য কঠোর সাজা ও অর্থদণ্ডের বিধান নিশ্চিত করা।
- পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার, নিরাপত্তা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ও চোরাচালান চক্রগুলোর নেটওয়ার্কভেঙে দেওয়া।

**মূল বিষয়বস্তু ও বিধানসমূহ:**

- **অপরাধের সংজ্ঞা, পৃথকীকরণ ও পরিধি বৃদ্ধি-** শুধু মানব পাচার নয়এর সাথে অভিবাসী, চোরাচালান ও আন্ত:সীমান্ত অপরাধকে সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মানব পাচার (শোষণ বা বল প্রয়োগ) এবং অভিবাসী চোরাচালানকে (অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার) আলাদা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অপরাধ**–অনলাইন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মানব পাচার, মিথ্যা বৈদেশিক চাকুরির বিজ্ঞাপন বা সাইবার প্রতারণাকে অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।
- **কঠোর শাস্তি-**যৌন শোষণ, অঙ্গহানি বা পাচারের সাথে জড়িত অপরাধীদের জন্য, মানব পাচার বা অবৈধ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত মূল অপরাধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড এবং বড় অংকের অর্থদণ্ডে কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি সাক্ষী বা ভুক্তভোগীকে হুমকি দিলে কঠোর কারাদন্ডের নিয়ম রাখা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের শোষণ বা জোরপূর্বক কাজে বাধ্য করার প্রমান পেলে অপরাধীর জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিচার হয়।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

- **সহযোগিতাকারীদের সাজা:** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা পাচার কাজে সহায়তা করবে, প্ররোচনা দেবে বা লাভবান হবে, তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।
- **বিশেষ অপরাধ:** নারী ও শিশু পাচার বা অঙ্গহানির উদ্দেশ্যে পাচারের মতো গুরুতর ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা আরও বাড়ানো হয়েছে।
- **সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও তদন্ত:** মানি লন্ডারিং আইনের সহায়তা নিয়ে অপরাধীদের সম্পত্তি ও ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

**ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও অধিকার**

- পাচারের শিকার ব্যক্তিদের পরিচয় গোপন রাখা এবং তাদের আইনি সহায়তা দেওয়া।
- ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন,শারীরিক-মানসিক চিকিৎসা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানদন্ড অর্থাৎ জাতিসংঘ ও সার্কের মানব পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই অনুযায়ী ভুক্তভোগীদের শাস্তি না দেওয়ার নীতি মানা হয়েছে।
- বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা,তাদের সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে।

**সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬**

বাংলাদেশে ডিজিটাল অপরাধ দমন এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রধান আইনি কাঠামো হলো এই আইন। বিগত 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' রহিত করে ২০২৩ সালের পূর্ববর্তী আইনের ধারাবাহিকতায় বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনী এনে ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে এই আইনটি পাশ করা হয়।

- **নিচে ২০২৬ সালের এই আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো:**

  **১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তদারকি (NCSA) জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি:** আইনটির ধারা ৫ ও ৬ অনুযায়ী একটি বিশেষায়িত সংস্থাকে মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

  - **সার্বক্ষণিক মনিটরিং:** এই এজেন্সির অধীনে ন্যাশনাল কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পাওয়ার গ্রিডের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করে।

- **কনটেন্ট অপসারণ ও সোশ্যাল মিডিয়া জবাবদিহিতা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** আইন অনুযায়ী দেশের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে দ্রুত ক্ষতিকর কনটেন্ট অপসারণের নির্দেশ দিতে পারে।

**২. আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সাথে সমন্বয়:** মেটা (ফেসবুক), এক্স (টুইটার) ইত্যাদির মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট বা টেকডাউন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে আইনি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**৩. অপরাধের নতুন সংজ্ঞা ও শাস্তি পুনর্নির্ধারণ এআই-জেনারেটেড ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI ব্যবহার করে তৈরি করা ক্ষতিকর বা ভুয়া কনটেন্ট, ডিপফেক এবং অপপ্রচার মোকাবিলায় সংজ্ঞাগুলো আপডেট করা হয়েছে।

- **গুজব ও ভুয়া তথ্য ছড়ানো:** ডিজিটাল মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়ানো বা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের কঠোর বিধান যুক্ত করা হয়েছে।
- **সাইবার চাঁদাবাজি ও হ্যাকিং:** কারো ব্যক্তিগত ছবি ব্যবহার করে 'ব্ল্যাকমেইল' বা সেক্সটর্শন করা, রেভেঞ্জ পর্ন ছড়ানো, অনলাইন জালিয়াতি এবং অননুমোদিত সিস্টেমে প্রবেশকে সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**৪. জুয়া সংক্রান্ত ধারা পরিমার্জনজুয়া প্রতিরোধে আলাদা আইন:** পূর্ববর্তী অধ্যাদেশে অনলাইন জুয়া বা জুয়ার বিজ্ঞাপনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ২০২৬ সালের মূল আইন থেকে এই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ একই সময়ে আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ 'জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬' পাশ করা হয়েছে।

**৫. অতিরাষ্ট্রিক বা বহিঃদেশীয় প্রয়োগ (Extraterritorial Jurisdiction) দেশের বাইরে থেকে অপরাধ:** আইনটির ধারা ৪ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের বাইরে বসেও এমন কোনো সাইবার অপরাধ করেন যা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বা নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তার বিরুদ্ধেও এই আইনে বিচার করা যাবে।

বিতর্ক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক সমালোচনা আইনটি সাইবার সুরক্ষার জন্য তৈরি হলেও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং বিশ্লেষকদের মতে এর কিছু দুর্বলতা রয়েছে:

- **বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি ও জামিন অযোগ্য ধারা:** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতোই এই আইনেও তদন্ত কর্মকর্তাদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **বাক-স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতা:** ভুয়া তথ্য ও মানহানির সংজ্ঞার অস্পষ্টতার কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও যৌক্তিক সমালোচনার ক্ষেত্র সংকুচিত হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।
- **নারীকেন্দ্রিক সাইবার অপরাধ:** বিভিন্ন ফোরামের দাবি, প্রযুক্তি নির্ভর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (যেমন- ডক্সিং, সাইবার স্টকিং) মোকাবিলায় আইনটিতে এখনো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে।

## শ্রম আইনে শিশু সুরক্ষা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ শিশুদের সুরক্ষার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ এবং স্পষ্ট আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো শোষণমুক্ত শৈশব নিশ্চিত করা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ রক্ষা করা।

**শিশুদের সুরক্ষায় শ্রম আইনের প্রধান বিধানসমূহ নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:**

- **শিশু শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ (ধারা ৩৪)**
  - ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি।
  - কোনো নিয়োগকর্তা শিশুদের কাজে নিয়োগ করতে বা কাজ করার অনুমতি দিতে পারবেন না।
- **হালকা কাজের ব্যতিক্রম (ধারা ৪৪)**
  - ১২ বছর পূর্ণ করেছে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে কেবল হালকা কাজের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।
  - এই কাজ শিশুর স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ বা সাধারণ শিক্ষার ক্ষতি করতে পারবে না।
- **কিশোর শ্রমিক নিয়োগের শর্ত (ধারা ৩৪ ও ৩৭)**
  - ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কাজে নিয়োগ করা যায়।
  - কাজের জন্য একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র (Fitness Certificate) থাকা বাধ্যতামূলক।

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

- **ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজে নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৩৯ ও ৪০)**
  - সরকার ঘোষিত যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক কাজে কোনো কিশোরকে নিয়োগ করা যাবে না।
  - চলন্ত যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা, তেল দেওয়া বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের কাছাকাছি কিশোরদের কাজ করা নিষিদ্ধ।
- **কর্মঘণ্টা ও নৈশকালীন কাজের সীমাবদ্ধতা (ধারা ৪১)**
  - কোনো কিশোরকে কারখানায় দিনে ৫ ঘণ্টার বেশি এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার বেশি খাটানো যাবে না।
  - অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে কর্মঘণ্টা দৈনিক সর্বোচ্চ ৭ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা।
  - সন্ধ্যা ৭:০০ টা থেকে সকাল ৭:০০ টা পর্যন্ত নৈশকালীন সময়ে কিশোরদের কাজ করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **শিশু কক্ষের ব্যবস্থা (ধারা ৯৪)**
  - সাধারণত চল্লিশ বা তার বেশি নারী শ্রমিক কর্মরত আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।
  - নারী শ্রমিকদের ৬ বছরের কম বয়সী সন্তানদের জন্য উপযুক্ত শিশু কক্ষের (Daycare) ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- **লঙ্ঘন ও শাস্তি (ধারা ২৮৪)**
  - শিশু বা কিশোর নিয়োগ সংক্রান্ত আইন অমান্য করলে নিয়োগকর্তাকে অনধিক ৫,০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

**যৌন নির্যাতন ও হয়রানি সংক্রান্ত বিধান:** বাংলাদেশ শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে নারী ও শিশু শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়েছে:

- **অসদাচরণ ও শাস্তি (ধারা ৩৩২):** কর্মক্ষেত্রে কোনো নারী বা শিশু শ্রমিকের প্রতি এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যা অনুচিত, আপত্তিকর বা শালীনতাহানি বলে গণ্য হতে পারে।
- **যৌন হয়রানি:** মালিক বা কোনো কর্মকর্তা যদি কোনো শিশু বা কিশোর শ্রমিকের প্রতি যৌন নিপীড়ন বা হয়রানিমূলক আচরণ করেন, তবে তা গুরুতর অসদাচরণ (Misconduct) হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## শিশু পাচার ও জোরপূর্বক শ্রম (পাচার সংক্রান্ত বিধান)

- **জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধঃ** বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) কনভেনশন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে কোনো শিশুকে জোরপূর্বক বা বাধ্য করে শ্রম (Forced Labour) দেওয়ানো নিষিদ্ধ।
- **পাচারের সাথে সংযোগঃ** কোনো শিশুকে যদি কাজের প্রলোভন দেখিয়ে, জোরপূর্বক বা কৌশলে অন্য কোথাও স্থানান্তর বা বিক্রি করা হয়, তবে তা সরাসরি মানব পাচার হিসেবে গণ্য হবে। যদিও শ্রম আইন কর্মক্ষেত্রের নিয়মগুলো পরিচালনা করে, তবে শিশু পাচারের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে প্রধান আইন হলো মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২। এই আইনের অধীনে শিশুদের বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বা দাসত্বমূলক শ্রমে পাচার করার শাস্তি হলো আজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

## আইন লঙ্ঘনের শাস্তি (শ্রম আইনের আওতায়)

- **অবৈধ শিশু নিয়োগের জরিমানাঃ** বাংলাদেশ শ্রম আইন-এর ২৮৪ ও ২৮৫ ধারা অনুযায়ী, কোনো মালিক যদি বেআইনিভাবে কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করেন বা কাজের অনুমতি দেন, তবে তিনি আর্থিক জরিমানা এবং অনূর্ধ্ব ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
- **আইনি সহায়তা এবং জরুরি সেবা :** কর্মক্ষেত্রে কোনো শিশু যৌন নির্যাতন, শোষণ কিংবা পাচারের শিকার হলে অথবা তা প্রতিরোধ করতে দেশের যেকোনো নাগরিক অবিলম্বে সরকারি ফ্রি হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন:
  - ১০৯৮: চাইল্ড হেল্পলাইন (শিশু সহায়তা ও আইনি সুরক্ষার জন্য)।
  - ৯৯৯: জাতীয় জরুরি সেবা (পুলিশি সহায়তার জন্য)।

## ১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ-

### মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তি নির্ভয়ে, বাধ্যবাধকতার দুশ্চিন্তা ছাড়াই নিজের চিন্তা, মতামত এবং বিশ্বাস প্রকাশ করার মৌলিক অধিকার। এটি প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধারণা, মত, বিশ্বাস, স্বাধীনভাবে যে কোন মাধ্যমে প্রকাশের অধিকার, যা গণতন্ত্র, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of speech and expression) নিশ্চিত করা হয়েছে।

- ধারা ৩৯ (১) প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
- ধারা ৩৯ (২) কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীন হবেন-
- ধারা ৩৯ (২) ক মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- ধারা ৩৯ (২) খ সংবাদপত্র, মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC)-এর ধারা/অনুচ্ছেদ ১২ ও ১৩ অনুযায়ী-

- ধারা ১২ শিশুর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে।
- ধারা ১৩ শিশুর ভাবনা বাধাহীনভাবে প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

**মতপ্রকাশের গুরুত্ব-**

- গণতন্ত্র শক্তিশালী করে
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে
- নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে

**মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা-**

- অন্যের ক্ষতি করা যাবে না
- ঘৃণামূলক বক্তব্য নয়
- গুজব/ভুয়া তথ্য ছড়ানো নয়

## ডিজিটাল অধিকার ও নিরাপত্তা

### ডিজিটাল সাক্ষরতা

ডিজিটাল সাক্ষরতা হলো একজন ব্যক্তির ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে বের করা, মূল্যায়ন করা এবং যোগাযোগ করার ক্ষমতা। ডিজিটাল সাক্ষরতা হলো প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়; এর মধ্যে রয়েছে তথ্য তৈরি, মূল্যায়ন এবং শেয়ার করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা। এককথায় ডিজিটাল সাক্ষরতা বলতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে নেভিগেট, মূল্যায়ন এবং তথ্য তৈরি করার ক্ষমতা বোঝায়।

### ডিজিটাল অধিকার

ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল অধিকার বর্তমানে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা অনুসারে ইন্টারনেট

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

ব্যবহারকারী সকল পক্ষের মানুষের অধিকারকে সম্মান, সুরক্ষা এবং পূরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ডিজিটাল অধিকার হলো এমন কিছু মৌলিক অধিকার, যা একজন ব্যক্তি ডিজিটাল ও অনলাইন পরিবেশে ভোগ করে। ডিজিটাল অধিকার হলো ডিজিটাল জগতে একজন ব্যক্তির যে মানবাধিকার এবং আইনি সুরক্ষা রয়েছে তার সুষ্ঠ প্রয়োগ। এই অধিকারগুলো হলো:

- ডিজিটাল যুগের সাথে খাপ খাইয়ে চলা,
- গোপনীয়তাসহ তথ্যে প্রবেশাধিকার,
- ডিজিটাল নিরাপত্তা,
- অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা,
- গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা,
- নিরাপদে এবং অবাধে ইন্টারনেট ব্যবহার,
- অনলাইনে বিভিনড়ব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতা বা ক্ষতির ভয় ছাড়াই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার

**অনলাইন নিরাপত্তা কী?**

অনলাইন নিরাপত্তা বলতে বোঝায়- ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সময় নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, গোপনীয়তা, পরিচয় এবং মানসিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখা।

**অনলাইন নিরাপত্তার মূল উদ্দেশ্য**

- ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা
- অনলাইন প্রতারণা থেকে সুরক্ষা
- সাইবার হয়রানি প্রতিরোধ
- নিরাপদ ডিজিটাল আচরণ

**অনলাইন আমাদের শিশু ও যুবদের কীভাবে উপকৃত করছে-**

- তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারছে।
- বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে, তা সহজেই জানতে পারছে এবং সে অনুযায়ী নিজের বিচার-বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে সক্ষম হচ্ছে।
- নিজের চিন্তা, জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বাড়ানোর জন্য দরকারি তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে।
- অন্যদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন দেশ, মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারছে।
- ইউটিউব ও ভিডিও দেখে বাস্তব জীবনের অনেক দরকারি বিষয় শিখতে পারছে।
- পড়াশোনা, বই, খবর, স্বাস্থ্য, খেলাধুলাসহ সব ধরনের তথ্য ইন্টারনেট থেকে পাচ্ছে।
- ভালো পড়াশোনার জন্য বিদেশে পড়ার স্কলারশিপ সম্পর্কে জানতে পারছে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## শিশু-কিশোরদের জন্য অনলাইন ঝুঁকিসমূহ-

- অনলাইন বুলিং/সাইবার বুলিং- সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং বা গেমিং মাধ্যমে মানসিক হেনস্তা।
- অপ্রীতিকর কনটেন্ট দেখা - হিংসাত্মক, অশ্লীল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখা।
- অননুমোদিত পরিচয়/পরিচয় নকল করা - ফ্রড বা প্রতারণার শিকার হওয়া।
- গোপনীয়তা লঙ্ঘন - ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস বা চুরি হয়ে যাওয়া।
- ফিশিং ও ম্যালওয়ার আক্রমণ - ভাইরাস, বা হ্যাকিংয়ের শিকার হওয়া।
- অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অনলাইন যোগাযোগ - সন্ত্রাসী বা অনৈতিক প্রভাবের শিকার হওয়া।
- অতিরিক্ত অনলাইন সময়/আসক্তি - পড়াশোনা, ঘুম বা সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব।
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি - অনলাইন কেনাকাটায় প্রতারণা বা কার্ড তথ্য চুরি।
- নিরাপত্তাহীন অনলাইন গেম ও চ্যালেঞ্জ - বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ বা অনলাইন গেমে প্রলোভন।
- ডিজিটাল পদচিহ্নের অপব্যবহার - অনলাইনে করা কর্মকান্ড ও তথ্যের মাধ্যমে অনুসরণ।

### অনলাইন যৌন নির্যাতন

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কারোও প্রতি যৌন উদ্দেশ্যে শারীরিক, মানসিক বা মানহানিকর ভাবে হয়রানি বা নিপীড়ন করা।

### অনলাইন শোষণ

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, প্রযুক্তি বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কাউকে যৌন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, যেখানে লোভ, প্ররোচনা, ভয়ভীতি কিংবা জোর করে যৌন আচরণে বাধ্য করা হয়, এবং এর বিনিময়ে নির্যাতনকারী কোনো লাভ (আর্থিক, যৌন বা মনস্তাত্ত্বিক) অর্জন করে।

## কতভাবে অনলাইনে যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার হতে পারে?

### গ্রুমিং

গ্রুমিং (Grooming) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন অপরাধী ধীরে ধীরে বিশ্বাস, সম্পর্ক ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে কাউকে বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী বা Vulnerable ব্যক্তিকে প্রতারণা, শোষণ বা যৌন নির্যাতনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে।

## গ্রুমিং কীভাবে ঘটে?

- অপরাধী সাধারণত বন্ধুসুলভ আচরণ করে সম্পর্ক তৈরি করে
- গোপনীয়তার অনুভূতি তৈরি করে ("এটা কাউকে বলো না")
- উপহার, টাকা বা ডাটা দিয়ে মন জয় করার চেষ্টা করে

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

- ধীরে ধীরে অনুপযুক্ত কথা, ছবি বা ভিডিও চায়
- হুমকি বা ব্ল্যাকমেইল করে নিয়ন্ত্রণ করে।

**ফেক আইডি**

ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাউকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই ফেক/ভুয়া আইডি অনেকে তৈরি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মেয়ের ছবি নিয়ে এই আইডি  খোলে তার নামে আপত্তিকর ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে। এমন কি অনেক সময় মেয়েটির ছবি কেটে খারাপ নোংরা ছবিতে লাগিয়ে হয়রানি করে থাকে।

**সাইবার বুলিং**

সাইবার বুলিং (Cyberbulling) হলো ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যার্প বা অন্য যেকোনো অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা, হেয় করা, ভয় দেখানো বা মানসিকভাবে আঘাত করা।

সাইবার বুলিংয়ের কিছু সাধারণ উদাহরণ-

- কাউকে নিয়ে অপমানজনক বা কটূক্তিপূর্ণ পোস্ট/কমেন্ট করা
- হুমকি বা ভীতি প্রদর্শণ করে বার্তা পাঠানো
- গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো
- কারো ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য অনুমতি ছাড়া শেয়ার করা।

**হ্যাকিং**

ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ার একাউন্ট হ্যাক করে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত কথা এর স্ক্রিনশট বা ছবি, হ্যাকার নিয়ে নেয় এবং সেটা থেকে পরবর্তীতে নানাভাবে যৌন নির্যাতন করে থাকে।

হ্যাকিং দুইভাবে হতে পারে-

- ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ার একাউন্ট হ্যাক করে তথ্য বের করে নেওয়া।
- মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার হ্যাক করে তথ্য বা ছবি বের করে নেওয়া।

**সেক্সটর্শণ**

**সেক্সটর্শণ**-এর অর্থ হলো যৌন ব্ল্যাকমেইল বা যৌন শোষণের মাধ্যমে চাঁদাবাজি, যেখানে অপরাধী অন্তরঙ্গ ছবি/ভিডিও প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে যৌন সুবিধা, অর্থ বা আরও ব্যক্তিগত ছবি আদায় করে। এটি এক ধরনের অনলাইন হয়রানি যেখানে প্রতারণার মাধ্যমে বা চাপ সৃষ্টি করে ভুক্তভোগীকে যৌনতাপূর্ণ ছবি বা ভিডিও পাঠাতে বাধ্য করা হয়, এবং পরে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হয়।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

**কীভাবে ঘটে:**

- প্রতারণা: প্রতারক নিজেকে অন্য কেউ হিসেবে উপস্থাপন করে বিশ্বাস অর্জন করে এবং ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করে।
- চাপ সৃষ্টি: এই অন্তরঙ্গ ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেটে (সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং অ্যাপ) ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ বা যৌন সুবিধা দাবি করে।
- হুমকি: শুধু ছবি নয়, ভুক্তভোগীর বন্ধু বা পরিবারের ক্ষতি করার হুমকিও দেওয়া হতে পারে।

এছাড়াও মোবাইল ফোনের মধ্যে যৌনতাপূর্ণ বার্তা, ফটোগ্রাফ বা ভিডিও পাঠানো, গ্রহণ করা বা ফরওয়ার্ড করা। এটি কম্পিউটার বা যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে।

**অনলাইন যৌন নির্যাতনের প্রভাব-**

- মানসিকভাবে ভয়, লজ্জা ও আত্মবিশ্বাস হ্রাস
- শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব
- অনেক সময় আত্মহত্যার প্রবণতা পর্যন্ত দেখা যায়

**অনলাইন যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষার উপায়-**

- কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড রাখা
- নিরাপদ ও নিরাপত্তামূলক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা
- নিজের পাসওয়ার্ড অন্য কাউকে না দেয়া
- নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, ভিডিও চিত্র শেয়ার না করা
- অপরিচিত কাউকে নিজের ছবি বা ভিডিও না পাঠানো
- অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে বন্ধুর তালিকায় কোন ভাবেই না রাখা
- অনলাইনে অপরিচিত কারো সাথে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা
- অনলাইনে আর্থিক বা লটারি জেতার লোভ পরিহার করা
- যে সকল গেমস ইন্টারনেট অপশন ছাড়াই খেলা যায়, সেগুলো খেলার সময় ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ রাখা
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় নতুন কোন অপশন এলে তা ভেবে চিন্তে ব্যবহার করা
- যেই হোক না কেন, কারো অনুরোধে ওয়েব ক্যামেরা বা ফোনের ক্যামেরার সামনে কোন ধরনের শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গী কিংবা ব্যক্তিগত অঙ্গ প্রদর্শন না করা
- অনলাইনে কেউ উত্তক্ত করলে বা সন্দেহজনক আচরণ করলে তা পরিবার বা বিশ্বস্ত কারো সাথে শেয়ার করা

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

- অনলাইনে কোনো যৌন বা অশালীন বার্তা পেলে উত্তর না দেওয়া, স্ক্রিনশট নিয়ে রাখা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা
- ভুয়া অ্যাকাউন্ট বা অপরাধীর প্রোফাইল যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করা

**কেউ ভূক্তভোগী হলে করণীয়-**

- অবিলম্বে বিশ্বাসযোগ্য কারো সাথে বিষয়টি শেয়ার করা।
- প্রমাণ (স্ক্রিনশট, লিংক, মেসেজ) সংরক্ষণ করা।
- হেল্পলাইন বা পুলিশের সাইবার ইউনিটে অভিযোগ করা।
- নিজের মানসিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখা ও প্রয়োজনে কাউন্সেলিং সেবা নেয়া।

**বাল্যবিবাহ**

**১. বাল্যবিবাহ-** আইনে নির্ধারিত বয়স সীমা অর্থাৎ মেয়েদের নূন্যতম বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছরের নিচের বয়সে কোন বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হবে।

**২. বাল্যবিবাহের কারন-**

- দারিদ্র্যতা- দরিদ্র পরিবারগুলো আর্থিক অনটন ও খরচ কমাতে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়
- শিক্ষার অভাব- অজ্ঞতা ও পড়াশোনা বন্ধ যাওয়ার ফলে পরিবারগুলো এর কুফল বোঝে না
- সামাজিক নিরাপত্তা- সমাজ ও পারিপার্শ্বিক নিরাপত্তার অভাব বা পথে-ঘাটে যৌন হয়রানীর ভয়ে অনেকে বয়স হবার আগেই কন্যাশিশুদের বিয়ে দিয়ে দেন
- কুসংস্কার ও প্রথা- সমাজে মেয়েদের বোঝা মনে করা এবং প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতি মেনে চলা।

**৩. বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর ফলাফল-**

- স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি-অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারনের ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বহুগুন বেড়ে যায়, মা ও শিশুর অপুষ্টিসহ নানা ধরণের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরী হয়
- শিক্ষার সমাপ্তি- বিয়ের পরে সাধারনত বিশেষ করে মেয়েদের পড়াশোনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়
- শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি- শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়ার আগেই সংসার ও সন্তানের দায়িত্ব আসায় মানসিক অবসাদ ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে।
- পারিবারিক সহিংসতা- অপরিনত বিয়ের ফলে প্রায়শই পারিবারিক অশান্তি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## ৪. আইনি সুরক্ষা ও শাস্তি (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭):

- **প্রাপ্ত বয়স্ক বর বা কনে-** বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুসারে এর কম বয়সে বিয়ে করলে প্রাপ্ত বয়স্ক বর বা কনেএ অপরাধের শাস্তি হিসেবে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ড; অর্থদন্ড অনাদায়ে ৩(তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন।
- **অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ-** বাল্যবিবাহ করলে অনধিক ১(এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তি হবে, তবে শর্ত থাকে যেধারা -৮ অনুযায়ী উক্ত বাল্যবিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে বিয়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন কাজ করলে বা করার অনুমতি বা নির্দেশ দিলে বা নিজের অবহেলার কারনে বিয়েটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারনে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দন্ড প্রদান করা হলে উক্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করার অপরাধের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।
- **অভিভাবক বা বাল্যবিয়ে আয়োজনকারী–** বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে বিয়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোন কাজ করলে বা করার অনুমতি বা নির্দেশ দিলে বা নিজের অবহেলার কারনে বিয়েটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারনে অনধিক ২ বছর ও অনূন্য ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩(তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।
- **কাজী বা বিবাহ নিবন্ধক-** বাল্যবিবাহ পরিচালনা বা সম্পাদনকারী ব্যক্তি (কাজী বা পুরোহিত এর লাইসেন্স বাতিল সহ) অনধিক ২ বছর ও অনূন্য ৬ মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অনধিক ৩(তিন) মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।
- **বিশেষ বিধান:** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা-১৯ অনুযায়ী বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ ক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হলে তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গন্য হবে না

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by the European Union

Terre des Hommes Netherlands

**৫. বাল্যবিবাহের প্রতিকার ও অভিযোগ প্রদান-** বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (UNO) বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা নেয়া যায় অথবা জরুরী প্রয়োজনে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ বা সরকারী হটলাইন ১০৯৮, ১০৯নম্বরে কল করে অভিযোগ জানাতে হবে অথবা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (বিটিএস), ইনসিডিন বাংলাদেশ এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

**ইতিবাচক অভিভাবকত্বের (Positive parenting) ধারনা ও পদ্ধতি:**

পজিটিভ প্যারেন্টিং (Positive Parenting) বা ইতিবাচক সন্তান লালন-পালন হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে শিশুকে তার আচরন, ব্যবহারের কারনে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে স্নেহ, সম্মান, ইতিবাচক আলোচনা, নৈতিকতা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে বড় করা হয়। নিচে এর মূল ধারণাগুলো সহজ ভাষায় দেওয়া হলো:

**ইতিবাচক অভিভাবকত্বের মূল স্তম্ভসমূহ (Core Pillars)**

- **পারস্পরিক শ্রদ্ধা:** শিশুকে একজন আলাদা এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সম্মান করা।
- **ইতিবাচক যোগাযোগ:** শিশু সুলভ আচরন বা ব্যবহারের কারনেবকাঝকা না করে ইতিবাচকভাবে/শান্তভাবে বুঝিয়ে কথা বলা।
- **সহানুভূতি:** শিশুর আচরণ বা ব্যবহারে রাগান্বিত না হয়ে তার উক্ত আচরন বা ব্যবহারের পিছনে তার আবেগীয় বা মানসিক অবস্থা বুঝতে সহানুভূতিশীলতার সাথে চেষ্টা করা।
- **পার্থক্য বোঝা:** শিশুকে ভুল আচরণ এবং অপরাধের মধ্যে পার্থক্য ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে ভালোভাবে বর্ণনা করা।

**প্রধান কৌশলসমূহ (Key Strategies):**

সফলভাবে ইতিবাচক অভিভাবকত্বের প্রধান কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

- **সক্রিয় শ্রবন:** শিশুর বক্তব্য সক্রিয় শ্রবণ (Active Listening) বলতে বোঝায় শিশুর কথা কেবল কানে শোনা নয়, বরং পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার অনুভূতি ও চিন্তা বোঝার চেষ্টা করা। এটি শিশুর মানসিক ও ভাষাগত বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ভালো কাজের প্রশংসা করা:** শিশুর ভালো কাজের প্রশংসা করা কেবল তাকে খুশি করা নয়, বরং এটি তার ভবিষ্যৎ চরিত্র ও আচরণ গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় "ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি" (Positive Reinforcement) বলা হয়। যেমন নির্দিষ্ট করে বলুন: শুধু "খুব ভালো" না বলে স্পষ্ট করুন কেন সে ভালো। যেমন: "আজকে তুমি নিজে সব খেলনা গুছিয়ে রেখেছ, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।ফলাফলের চেয়ে প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিন, শিশুর মেধার চেয়ে তার পরিশ্রমের প্রশংসা করুন। যেমন: "তুমি পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেয়েছ" এর বদলে বলুন "তুমি এই

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

পরীক্ষার জন্য খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছিলে, তাই এই ফল পেয়েছ।কাজের সাথে সাথেই প্রশংসা করুন, শিশু ভালো কাজটি করার পরপরই প্রশংসা করুন। দেরি করলে শিশু প্রশংসার মূল কারণটি ভুলে যেতে পারে।সততা বজায় রাখুন, অতিরিক্ত বা মিথ্যা প্রশংসা করবেন না। এতে শিশু পরবর্তীতে সাধারণ কাজেও অতি-প্রশংসা আশা করবে।

- **স্পষ্ট ইতিবাচক নির্দেশনা:** স্পষ্ট ইতিবাচক নির্দেশনা (Clear Positive Direction) হলো শিশুকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখতে "না" বা "নিষেধ" বাচক শব্দ ব্যবহার না করে, সে ঠিক কী করবে তা সরাসরি এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। মনোবিজ্ঞানে একে ইতিবাচক আচরণগত সহায়তা বলা হয়। পারস্পরিক ব্যবহার, আচরণ এবং বাড়ির প্রচলিত নিয়মকানুনগুলো সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় শিশুকে জানানো এবং তা মেনে চলতে ধৈর্য্য সহকারে সহায়তা করা।

- **আচরণের আদর্শ হওয়া:** আচরণের আদর্শ হওয়া (Role Modeling) বলতে বোঝায় নিজের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে একটি সঠিক ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। শিশুরা বড়দের উপদেশ শোনার চেয়ে তাদের কাজ দেখে বেশি শেখে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে "পর্যবেক্ষণমূলক শিখন" (Observational Learning) বলা হয়। শিশু যা দেখে তাই শিখে। তাই সচেতনভাবে নিজের আচরণ যথাসম্ভব বজায় রাখতে নিজে উদাহরণ হওয়া।

- **শাস্তির বিকল্প:** শিশুকে কোনো ভুল করার জন্য বকাঝকা বা শাস্তি না দিয়ে, সেই ভুলটি থেকে তাকে নতুন কিছু শেখানোই হলো ভুলের মাধ্যমে শেখানো। মনোবিজ্ঞানে একে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক শিখন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। শারীরিক বা মানসিক শাস্তি না দিয়ে ভুলের পরিণতি বুঝিয়ে বলতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে সহানুভূতিশীলতার সাথে তা মেনে চলতে উৎসাহ দিতে হবে।

- **গুনগত সময় কাটানো:** শিশুদের সাথে দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিষয় নিয়ে নিজের এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, আলোচনা, খেলাধুলাসহ মানসম্মত সময় কাটাতে হবে।

- **বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ:** শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বলতে বোঝায় তাকে ভয় বা শাসনের অধীন না রেখে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচালনা করা। এর অর্থ এই নয় যে আপনি আপনার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব বা নিয়মকানুন ছেড়ে দেবেন, বরং শাসনের জায়গায় ভালোবাসাকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন।

## ইতিবাচক অভিভাবকত্বের ফলাফল (Benefits)

- শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়।
- মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক মধুর, স্বচ্ছ ও মজবুত হয়। শিশু নি:সঙ্কোচে এবং নির্দ্বিধায় যে কোন ধরনের সমস্যা বা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

- শিশুনিজে থেকেই শৃঙ্খলা ও সামাজিক শিষ্টাচার শিখতে আগ্রহী হয়।
- শিশু মানসিক চাপ ওবিষণ্নতা সহজেই দূর করতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

**মূল লক্ষ্য:** স্পিকআপ প্রকল্পের আওতায় ইতিবাচক অভিভাবকত্ব বিষয়ক আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের যৌন শোষণ (SEC) এবং নির্যাতন সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার এবং তা থেকে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য অভিভাবকদের প্রস্তুত করা।

**প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ:**

- ইতিবাচকভাবে অভিভাবক-সন্তানের মাঝে সম্পর্কএবং দক্ষতা গড়ে তোলা যা বাড়িতে এবং অনলাইনে ঝুঁকি কমায় এবং সুরক্ষা জোরদার করে।
- উদ্বেগ বা কোনো তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আবেগগতভাবে সহায়ক এবং নিরাপদ প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অভিভাবকদের সক্ষমতা উন্নত করা।
- সহ-নিয়ন্ত্রণ বা পারস্পারিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ, লজ্জা, অপবাদ ও সামাজিক নিন্দা হ্রাস এবং বিভিন্ন পরিষেবার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার এবং পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা করা।মনোবিজ্ঞান এবং শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো–একজন ব্যক্তি (সাধারণত বাবা-মা বা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি) তার নিজের শান্ত আচরণ ও সহায়তার মাধ্যমে অন্য একজন ব্যক্তির (সাধারণত শিশু বা উত্তেজিত ব্যক্তি) তীব্র আবেগ, মানসিক চাপ বা আচরণ শান্ত করতে সাহায্য করা।
- অভিভাবক ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, আত্ম-যত্ন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা, যার মধ্যে মানসিক চাপ, আত্ম-দোষারোপ এবং বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি মোকাবেলা অন্তর্ভুক্ত।
- প্যারাসোশ্যাল যোগাযোগ হলো একটি পরিপূরক মাধ্যম যা পরিচিত বা বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে। এটি একমুখী এবং এতে কোনো মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। এটি সেশনগুলোর মাঝে দক্ষতাগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং সেইসব অভিভাবকদের কাছে পৌঁছাতে পারে যারা সময়, সাক্ষরতা বা সামাজিক নিন্দা মতো বাধার সম্মুখীন হন। এটি অভিভাবক-পরিচালিতও হতে পারে।

**মূল প্রাসঙ্গিককরণ নীতি:**

- শিশু অধিকার ভিত্তিক
- ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক
- আঘাত-সচেতন
- লিঙ্গ-রূপান্তরমূলক
- বহুমাত্রিক
- অন্তর্ভুক্তিমূলক
- প্রাসঙ্গিক

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

**শিশুদের যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দিতে নিম্নোক্ত ধাপে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।**

- পিতামাতা ও পরিচর্যাকারীদের জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস, নিয়মকানুন এবং সুরক্ষামূলক অনুশীলনের শক্তিশালীকরণ
- পরিবারের ক্ষেত্রে নিরাপদ যোগাযোগ, আরও ধারাবাহিক রুটিন, দোষারোপ হ্রাস এবং শিশুকে ঘিরে আরও শক্তিশালী সমর্থন
- কমিউনিটির ক্ষেত্রে সহায়তা পেতে উন্নয়ন, বিচ্ছিন্নতা, সাহায্য চাওয়ার উন্নতি, বিচ্ছিন্নতা ও সহ-নিয়ন্ত্রণ বা পারস্পারিক আবেগ নিয়ন্ত্রণ, লজ্জা, অপবাদ ও সামাজিক নিন্দা হ্রাস এবং বিশ্বস্ত স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সংযোগ শক্তিশালীকরণ
- বিদ্যমান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিষেবাগুলোর আরও কার্যকর ব্যবহার এবং পরিচর্যাকারীর সহায়তা ও শিশু সুরক্ষা ফলাফলের মধ্যে আরও সংবেদনশীল সংযোগ বৃদ্ধি করা।

**উল্লেখিত চারটি পর্যায়ের পরিবর্তনের ফলাফল:**

- **অভিভাবক পর্যায়ে**
  - সম্মতি, সংকোচ বা লজ্জা কাটিয়ে শরীর এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা
  - সতর্ক সংকেতগুলো শনাক্ত করন এবং সহায়তামূলক প্রাথমিক সাড়া প্রদান
  - সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাবাদের আরও সক্রিয় ও দৃশ্যমান ভূমিকা পালন
- **পারিবারিক পর্যায়ে**
  - নিরাপদ ডিজিটাল চর্চা ও পরিবারের মধ্যে স্পষ্ট নিয়মকানুন
  - সমস্যাগুলো দ্রুত শনাক্ত করা এবং একে অপরকে দোষারোপ না করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
  - সুরক্ষা নিশ্চিত করার একক দায়িত্বের চাপ মায়ের ওপর তুলনামূলক হ্রাস হয়
- **সম্প্রদায় বা কমিউনিটি পর্যায়ে**
  - স্কুল ও বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে আগেভাগে ও নিরাপদে সহায়তা পাওয়ার সুযোগ
  - সমবয়সীদের সাথে সংযোগ এবং অভিভাবকদের পরিচালনায় সহায়তার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা হ্রাস
  - আরও কার্যকর ও যাচাইকৃত রেফারেল বা সেবা-নির্দেশনা ব্যবস্থা
- **সিস্টেম লেভেলে :**
  - নির্ধারিত সীমা পূরণ হলে, ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়াই সময়মতো রেফারেল
  - শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিশু সুরক্ষার সাথে সংযুক্ত পরিচর্যাকারীর সহায়তা
  - সহায়ক এবং কমিউনিটি কর্মীদের জন্য সুস্পষ্ট ভূমিকা সীমা

এই পদ্ধতিগুলো পরিচর্যাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষা, সমর্থন এবং টেকসই আচরণগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের পরেও কাজ চালিয়ে যেতে এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## কেস সনাক্তকরণ

যৌন শোষণ ও নির্যাতন/ঝুঁকির শিকার শিশুদের ক্ষেত্রে কেস সনাক্তকরণ (Case Detection) হলো নির্যাতন/ঝুঁকির শিকার শিশুকে প্রাথমিক লক্ষণ দেখে বা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত খুঁজে বের করা। ভুক্তভোগী বা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুটিকে সঠিক সময়ে সুরক্ষা, চিকিৎসা, মনোসামাজিক সহায়তা অথবা পুনর্বাসন করতে এই এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি।

### কেস সনাক্তকরণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল:

শিশুদের ক্ষেত্রে কেস সনাক্তকরণ (Case Identification / SEC) এর গুরুত্ব এবং ফলাফল

### কেস সনাক্তকরণের গুরুত্ব (Importance)

- **দ্রুত ও আগাম সহায়তা:** এটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের (যেমন: নির্যাতন, গুরুতর পুষ্টিহীনতা বা অসুস্থতা) দ্রুত সনাক্ত করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা বা সহায়তা নিশ্চিত করে।
- **আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ:** শিশু আইন ২০১৩ (Children Act 2013) এর আওতায় অবহেলিত বা অপরাধের শিকার শিশুদের আইনি প্রক্রিয়ায় এনে প্রবেশন অফিসারের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- **শোষণ ও পাচার রোধ:** বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং পথশিশুদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাদের মানব পাচার বা শিশুশ্রমের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শিশুদের চিহ্নিত করে সঠিক স্থানে সরকারি বা বেসরকারি আর্থিক ও শিক্ষাগত অনুদান পৌঁছানো যায়।

### সুনির্দিষ্ট ফলাফল (Result)

- **ঝুঁকি ও অপরাধের হার হ্রাস:** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় কেস সনাক্তকরণের হার বৃদ্ধির ফলে শিশু নির্যাতন এবং পাচার অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।
- **গোপনীয়তা ও অধিকার রক্ষা:** আইনি প্রক্রিয়ায় আসা শিশুদের নাম, ছবি বা পরিচয় প্রকাশ না করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক সম্মান রক্ষা করা যায় (উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী)।
- **যথাযথ পুনর্বাসন:** কেস স্টাডি ও ডাটাবেস তৈরির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আশ্রয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## রেফারেল ব্যবস্থা

## রেফারেল ব্যবস্থা (Reporting & Referral Mechanism)

সেফগার্ডিং, শিশু সুরক্ষা বা যৌন শোষণ ও নির্যাতন (SEA) সংক্রান্ত যেকোনো ঘটনা সময়মতো, সঠিকভাবে ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে সনাক্ত ও প্রতিবেদন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর প্রতিবেদন ও রেফারেল ব্যবস্থা ভুক্তভোগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংস্থার নৈতিকতা, জবাবদিহি ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা ভুক্তভোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার সহায়তা প্রদান করতে সহায়ক হয়।

### রেফারেল ব্যবস্থার মূল দিকগুলো

- ✓ প্রাথমিক সুরক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা
- ✓ মানসিক ও সামাজিক সহায়তা
- ✓ আইনগত ব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়
- ✓ পরবর্তী মনিটরিং ও ফলো-আপ

### অ্যাডভোকেসি

অ্যাডভোকেসি হচ্ছে সংগঠিত উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা ভিত্তিক একটি উপায়/কৌশল যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মজবুত করার জন্য গণতন্ত্রের উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। এই উপকরণ হতে পারে নির্বচন সম্পর্কিত কাজ, লবিং, গণ-সমাবেশ, নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ, দরকষাকষি, সমঝোতা ও বাস্তব কার্যক্রম। জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, ব্যবস্থা, প্রথাকে প্রভাবিত করার সমন্বিত, ধারাবাহিক, সংগঠিত প্রচেষ্টাই হচ্ছে অ্যাডভোকেসি।

### অ্যাডভোকেসির প্রকারভেদ

### নীতি নির্ধারণমূলক অ্যাডভোকেসি (Policy Advocacy)

সরকারি নীতি, আইন বা বিধি প্রণয়ন, সংশোধন বা বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত কার্যক্রম।

উদাহরণ: শিশু শ্রম নিরোধ আইন শক্তিশালী করার দাবি।

### সামাজিক অ্যাডভোকেসি (Social Advocacy)

সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, বৈষম্য বা অন্যায় আচরণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অ্যাডভোকেসি।

উদাহরণ: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা।

### নাগরিক/কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি (Community Advocacy)

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চাহিদা তুলে ধরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো।

উদাহরণ: নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des Hommes Netherlands

## আইনি অ্যাডভোকেসি (Legal Advocacy)

আইনগত সহায়তা ও আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পরিচালিত কার্যক্রম।

উদাহরণ: মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা করা।

## স্ব-অ্যাডভোকেসি (Self-Advocacy)

ব্যক্তি নিজেই তার অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কথা বলা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

উদাহরণ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ অধিকার আদায়ের দাবি।

## মিডিয়া অ্যাডভোকেসি (Media Advocacy)

গণমাধ্যম ব্যবহার করে জনমত গঠন ও নীতিনির্ধারকদের ওপর প্রভাব বিস্তার।

উদাহরণ: সংবাদ, টকশো বা সামাজিক মাধ্যমে ক্যাম্পেইন।

### অ্যাডভোকেসি কীভাবে কাজ করে:

- অ্যাডভোকেসি হল সচেতনতা বৃদ্ধির ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তারের একটি কৌশল।
- এটি গবেষণা, বার্তা, অংশীদারত্ব এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে কাজ করে।
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কার্যকর হতে পারে।

### অ্যাডভোকেসি বাস্তবায়নের ধাপগুলো নিম্নরুপ:

## সমস্যা বিশ্লেষণ (Problem Analysis)

- মূল সমস্যা চিহ্নিত করুন (যেমন: শিশু নির্যাতন, তথ্যের অভাব)।
- কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করতে 'Problem Tree' বা 'Cause-Effect' বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন।
- কে প্রভাবিত হচ্ছে এবং কোন মাত্রায়, তা নির্ধারণ করুন।

## স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ (Stakeholder Analysis)

- কারা সমস্যার সঙ্গে জড়িত (সরকার, এনজিও, পরিবার, মিডিয়া)?
- তাদের প্রভাব, আগ্রহ ও অবস্থান বিশ্লেষণ করুন।
- 'Power-Interest Matrix' ব্যবহার করুন সিদ্ধান্ত নিতে কার সঙ্গে কাজ করবেন।

## বার্তা উন্নয়ন (Message Development)

- বার্তাটি সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবশালী হোক।
- লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে বার্তা নির্ধারণ (যেমন: 'শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করুন')
- 'Call to Action' যুক্ত করুন। উদাহরণ: "স্কুলে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাধ্যতামূলক করুন।"

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

**ঝুঁকি মূল্যায়ন ও 'Do No Harm'**

- অ্যাডভোকেসির ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করুন (রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক)।
- 'Do No Harm' মানে - কোনো হস্তক্ষেপ যেন উপকারের চাইতে ক্ষতি না করে।
- ঝুঁকি হ্রাস করতে বিকল্প কৌশল তৈরি করুন।

**নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ**

- অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় ও মতামত যেন গোপন থাকে।
- বিশেষত শিশু, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সম্মান বজায় রাখুন।
- ইনফর্মড কনসেন্ট, এবং অংশগ্রহণে স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন।

**সমাপ্তি ও প্রতিফলন**

- অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহ করুন;
- তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবতে উৎসাহ দিন;
- অ্যাডভোকেসির পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করার উৎসাহ দিন;
- অ্যাডভোকেসি ও ডু-নো-হার্ম।

এডভোকেসির মাধ্যমেআইনি ও নীতিগত পরিবর্তন, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিয়ে রোধ ও অনলাইন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, বাস্তবায়নে কার্যকরী কৌশল- কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, হেল্পলাইনের প্রচার, গণমাধ্যমের ব্যবহার, শিশু সুরক্ষা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কমিউনিটির ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

**ফিডব্যাক গ্রহণ**

**অভিযোগ ও পরামর্শ বক্স-**

- প্রশ্ন বা মতামত নেওয়া, তথ্য বা ডেটা জমা করা, পজেটিভ ও নেগেটিভ ফিডব্যাক আলাদা করা, মূল সমস্যা বা শক্তির জায়গা চিহ্নিত করা, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাজের পরিবর্তন বা আপডেট আনা, সেবার মান বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আস্থা ও পেশাদার সম্পর্ক বজায় রেখে পরিবর্তন জানানো।

সচেতনতামূলক অধিবেশন/সভা পরিচালনার জন্য সহায়িকা/গাইডলাইনটির নির্দেশনাগুলো মেনে চললে পরিচালনা সফল ও ফলপ্রসু হবে।

Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh

Funded by
the European Union

Terre des
Hommes
Netherlands

# Speak UP!

## সকল নির্যাতন ও শোষণ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখি

## অনলাইন প্লাটফর্ম নিরাপদে ব্যবহারে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করি

## শিশুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করি




Ain o Salish Kendra (ASK)
A Legal Aid & Human Rights Organisation

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
Breaking the Silence

we work with people
INCIDIN Bangladesh